সেনা প্রত্যাহার সমাধান নয়, প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চায়

চুয়াডাঙ্গা থেকে সেনা প্রত্যাহার এর সমাধান না বিএনপি নেতা ডাবলু হত্যার সাথে প্রকৃত যারা জড়িত আমরা তাদের উপযুক্ত শাস্তি চায়। আমরা আর চায়না সেনাবাহিনী আইন হাতে তুলে নিক।

দেশে প্রচলিত আইন আছে কেউ অপরাধী হলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। সেনা হেফাজতে মৃত্যু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুর প্রথম জানাযা নামাজে অংশ নিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রাথী মাহমুদ হাসান খান বাবু তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উল্লেখিত কথা বলেন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় জীবননগর পৌর ঈদগাহ ময়দানে কঠর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী ও স্বজনদের দোয়া এবং অশ্রুসজল ভালোবাসার ছোঁয়ায় জীবননগর পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুর প্রথম নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া আজ শামসুজ্জামান ডাবলু ছোট ভাই ও মা লনডন থেকে দেশে ফিরবে এসেছে এ জন্য আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় যথাস্থানে দ্বিতীয় জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল মরহুমের জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরীফ, শাহেদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভিআইপি শাহিদুজ্জামান টরিক, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিএ তারিকুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, জীবননগর পৌর বিএনপি’র সভাপতি শাজাহান কবিরসহ জীবননগর ও দামুড়ুদা উপজেলার বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গত সোমবার রাত ১১টায় জীবননগর পৌর বিএনপি’র সাধারণ

সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুকে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সামনে তার নিজ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান হাফিজ ফার্মেসী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাশেই পৌর বিএনপির সাংগঠনিক কার্যালয়ে নিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করলে তার মৃত্যু হয়। এনিয়ে ১৩ জানুয়ারি দুপুর পর্যন্ত অভিযুক্ত সেনা সদস্যদেরকে জীবননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভিতরে অবরুদ্ধ করে রাখে হাজার হাজার বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনতা। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাভাবিক হলে গতকাল বিকালে ডাবলুর মরদেহের ময়নাতদন্তের কাজ শেষ হয়। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প থেকে অভিযুক্ত সকল সেনা সদস্য ও কমান্ডারকে সেনা সদর দপ্তরে প্রত্যাহার করা হয়।

সেনা হেফাজতে ডাবলুর মৃত্যুতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।